।। কালরাত্রি ।।

(একাঙ্কিকা)

ডি, মোদক

: প্রকাশক :

শ্রীঅরুণ কুমার মোদক
২৭-২, তারক চ্যাটার্জ্জী লেন,
কলিকাতা—৫

: প্রথম প্রকাশ :

কোজাগরী পূর্ণিমা
উনিশ শো উনষাট

: মুদ্রাকর :

শ্রীবাবুলাল প্রামানিক
সোমা প্রকাশন
২এ, কেদার নাথ দত্ত লেন,
কলিকাতা—৬

: ষাট নয়া পয়সা :

ভূমিকার কোনো প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন রয়েছে স্বীকার করার যে এই একাঙ্কিকা রচিত হ'য়েছে আই-রিস্ নাট্যকার—জে, এ, ফারগুসন্-এর 'ক্যাম্প্‌বেল্ অফ্ কিল্‌মোর' এর দর্শন ও ছায়া অবলম্বনে।

পটভূমিকায় এই ক্ষুদ্র নাটক রচিত।

—লেখক—

বাঙলার প্রতিটী শহীদ-মাতার নীরব

অশ্রুপাত স্মরণে !

: চরিত্র :

মা	...	এক দরিদ্র বিধবা
প্রণব	...	ঐ বিধবার একমাত্র পুত্র
সমর	...	ঐ বিধবার পালিত পুত্র
রায় বাহাদুর	...	ইংরেজ আমলের আই, বি, পুলিশের একজন অফিসার
মিঃ সিং	...	গোয়েন্দা অফিসার
বিভূতি	...	দেশের নামকরা লোক—পুলিশের বন্ধু ও অনুগ্রহ প্রার্থী দালাল

পুলিশ, জমাদার ও সার্জেন্ট।

—কালরাত্রি

[দুর্য্যোগের রাত ··· মেঘের গর্জ্জন···ঝড়ের বিক্ষুব্ধ ফোঁস্-ফোঁসানী ও বৃষ্টির তীব্রতায় পৃথিবী বুঝিবা এবার চুরমার হয়ে যাবে !···

শহরতলীর একখানা জীর্ণ ঘর। দারিদ্র্যের সুস্পষ্ট ছাপ গোপন করার ব্যর্থ প্রয়াস ঘরের বাসিন্দাদের রুচির পরিচয় দেয় !!···

স্বল্পালোক বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও ঘরটিকে সম্পূর্ণ অন্ধকার বলা চল্‌তে পারে।

ঘরের নিস্তব্ধতাকে প্রেতায়িত করে তুলেছে প্রকৃতির মৃত্যু তাণ্ডব !!!

অন্ধকারে স্পষ্ট দেখা না গেলেও অনুমান করা যায় ঘরের ভিতর দু'টি প্রাণী বর্তমান। একটি শ্বেত বাস পরিহিতা বৃদ্ধা নারী ও অল্প বয়সের একটি অর্দ্ধস্ফুট কিশোর।

এদের চোখে মুখে কণ্ঠস্বরে ফুটে উঠেছে এক অধীর প্রতিক্ষার ভাব!

ঘরের জীর্ণ গবাক্ষের পাল্লা ঠেলে প্রচণ্ড একটা দমকা বিদ্রোহী ঝড়ো হাওয়া ঘরে ঢুকে, তেলের মিটমিটে প্রদীপটা নিভিয়ে দিয়ে, ঘরের অন্ধকারকে জমাট ক'রে দেয়।]

প্রণব। [কণ্ঠস্বরে উৎকণ্ঠা] মা, আলো নিভে গেল!

মা। [দৃঢ়কণ্ঠে] আবার জ্বেলে দাও, সময় এগিয়ে এসেছে ; আর দেরী নেই তার আসার।

[প্রদীপ জ্বালার জন্যে দেশলাই-এর বাক্সে কাঠির ঘা মেরে কাঠিটা ধরিয়ে নিয়ে]

প্রণব। কিন্তু এই জল ঝড়ে আসতে কি পারবে দাদা?

মা। কোনো দুর্য্যোগই তোর দাদাকে বাধা দিতে পারবে না বাবা! আমি তাকে জানি ··· বিশ্বাস করি। এই পৃথিবী

ভেঙে চুরমার হয়ে গেলেও, সে আসবে—তাকে আসতেই হবে ; তার উপর যে সব কিছু নির্ভর করছে।

[ঘরের খোলা জানালা দিয়ে আর একটা প্রচণ্ড দম্‌কা বাতাস এসে প্রণবের প্রচেষ্টাকে বিফল করে দেয় ! হাওয়ায় প্রদীপ নিভে যায়। দূরে বড়লোকের পেটা ঘড়িতে ঘা পড়ে ঢঙ্‌—
—রাত একটা।]

প্রণব। [আবার প্রদীপ জ্বালার চেষ্টা করে] জানালাটা বন্ধ করে দাও মা ; এতো হাওয়ায় আলো জ্বালা যাবে না।

মা। [উদ্বিগ্ন কণ্ঠে] আলো যে জ্বালতেই হবে বাবা ! রাত একটা বেজে গেল আর তো জানালা বন্ধ করা যাবে না। তাকে যে আমার বলা আছে রাত একটার পর জানালা খোলা থাকবে আর সেই জানালার কোলেই থাক্‌বে প্রদীপ ; সেই প্রদীপের আলো দেখ্‌লেই—সে বুঝবে সব ঠিক আছে।

প্রণব। [হতাশভাবে] কিন্তু এই ঝড়ে তো' আলো মোটেই থাক্‌ছে না ; দেখছো না ; বাইরে কি দারুণ ঝড় বইছে ? তা ছাড়া প্রদীপের তেলও তো ফুরিয়ে গেছে ; ঘরে আর এক ফোঁটাও তেল নেই !

মা। [ব্যাকুল হয়ে] তেল নেই! ··· একটুও নেই? ···

প্রণব। না মা, একটুকুও না।

মা। ভগবান! ভগবান! চরম মূহুর্ত্তে তুমি বিমুখ হয়ো না!···
[স্বগতঃ] আমায় তুমি বল দাও, সংস্কারের বন্ধন থেকে মুক্তি দাও, আমার অন্তরে তুমি দৃঢ়তা দাও। [প্রকাশ্যে] প্রণব, ঠাকুরের প্রদীপ থেকে তেল ঢেলে নাও।

প্রণব। ঠাকুরের প্রদীপের তেল ঢেলে নেবো?

মা। যুগে যুগে আমার ঠাকুর তাঁর ভক্তদের সম্মান রাখার জন্যে নিজেকে এইভাবে বিলিয়ে দিয়েছেন! রণক্ষেত্রে সংস্কার ব'লে কিছু নেই বাবা। আজ যে আমরা সবাই যোদ্ধা ··· সংগ্রাম যে সুরু হয়ে গেছে।

[মায়ের আদেশে প্রণব গৃহ বিগ্রহের পাদ-প্রদীপ থেকে তেল ঢেলে নিয়ে জানালার ধারের প্রদীপটা আবার জ্বালে। অদূরে পুলিশের বাঁশীর সাঙ্কেতিক ধ্বনি হয় "পিঁ-পিঁ-পিঁ।" সেই বাঁশীর আওয়াজে চঞ্চল হয়ে উঠে প্রণব জানালাটা' বন্ধ ক'রে দিতে যায়। মা তাকে বাধা দিয়ে বলেন]

জানালা বন্ধ কোরো না প্রণব।

প্রণব। পু-লি-শ্! শুনলেনা বাঁশীর আওয়াজ?

মা। শুনেছি। তবুও আমার কর্তব্য ক'রে যেতে হবে—তার কথা আমায় মানতে হবে। সে যে আমাদের নেতা; সে যে বলে গেছে রাত একটার পর জানালার ধারে প্রদীপের আলো দেখলেই সে বুঝবে—পিস্তলগুলো আমাদের কাছে পৌঁছে গেছে—আর আমরাও সকলে প্রস্তুত। তবে সে আস্‌বে। সে আস্‌তে না পেলে—সে তো আমাদের সাহায্য পাবে না। আমাদের যে তাকে সাহায্য ক'রতেই হবে। তা' না হলে তার সব আশা-ভরসা নির্ম্মূল হয়ে যাবে! [স্বগতঃ] না না, তা' হতে পারে না; এ বিপ্লব ব্যর্থ হতে দেবো না! ··· মরণকে তুচ্ছ ক'রে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম ক'রে মরার মত সন্তানের মা হবার গৌরব তুমি আমায় দিয়েছ; হে, ভগবান! তুমি আমার মনে শক্তি দাও, নেতার আদেশ প্রতিপালন করার মত দৃঢ়তা দাও।

প্রণব। যদি আলো দেখে পুলিশ এসে ঘরে ঢোকে?

মা। পারবি না তুই তোর মায়ের পাশে দাঁড়িয়ে ওদের সঙ্গে লড়াই ক'রে মরতে? ···

প্রণব। কিন্তু ওদের হাতে যে বন্দুক আছে; আমরা কি নিয়ে যুদ্ধ ক'রবো ওদের সঙ্গে?

[বিগ্রহের পশ্চাৎ দিক থেকে একটা পিস্তল বার ক'রে মা প্রণবের দিকে এগিয়ে দেন]

মা। সংগ্রামে এগিয়ে যেতে বুক্ যদি তোর কাঁপে, কুরুক্ষেত্রের শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করবি আর স্মরণ ক'রবি তোর মাকে। [অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে] ভগবান··· ভগবান··· শক্তি দাও! ···

[ঘরের জানালার পাশ দিয়ে পুলিশের ভারী বুটের আওয়াজ এগিয়ে এসে দূরে মিলিয়ে যায়! প্রণব জানালা দিয়ে দেখে।]

প্রণব। ওরা ওই দিকে চলে গেল মা।

[প্রণবের হাত থেকে পিস্তলটা নিয়ে যথাস্থানে রেখে দিয়ে]

মা। যতদিন না ওরা একেবারে নির্ম্মূল হয়ে যায় ততদিন ওরা এইভাবেই যাবে—ও—আসবে।···

প্রণব। কিন্তু দাদা তো কই এলো না মা ?

[নিরুত্তর ও চিন্তান্বিতা মা]

[অন্তরালে একটা মৃদু খট্ করে আওয়াজ হয়—মা ও প্রণব চম্‌কে ওঠে।]

[সন্ত্রস্তভাবে চাপা গলায়] কে ? মা, পুলিশ। ···

[সিক্ত মিলিটারী পোষাকে ঘরে ঢোকে সমর]

সমর। [হাসিমুখে] পুলিশ নয়রে ··· ফুলিশ ! একেবারে খাটি মিলিটারী বাপ্‌রে বাপ ! ও হতভাগাদের চোখ এড়িয়ে পথ চলা যে কী দায়, তার আর কী বলবো তোকে ?

প্রণব। কি করে এলে দাদা ? কে দরজা খুলে দিলে ?

[গায়ের ভিজে সার্টটা খুলতে খুলতে]

সমর। মা-র কাছে আসার দরজা আমার কোনদিনই বন্ধ থাকে না রে।

[জামার ভিতরে লুকান একটা পোষ্টারের বাণ্ডিল বার করে প্রণবের হাতে দেয় সমর।]

নে—পোষ্টার ক'-খানা আজকের ভোরে-ই রাস্তার মোড়ে মোড়ে মেরে দিস্। সাবধানে দিবি। দেখিস যেন আবার পাকড়াও হয়ে যাস্‌নি। টিক্‌টিকি আর পুলিশের আমদানী আজকাল যা বেড়েছে ! ··· বাব্বা ! ···

প্রণব। এই মাত্তর একদল পুলিশ আমাদের ঘরের পাস দিয়ে পেট্রোল্ ক'রে গেল—দেখছো দাদা ; তারা তোমায় দেখেনি তো ?

সমর। আরে সেই জন্যেই তো আসতে আমার এতো দেরী হয়ে গেল? তা' না হ'লে কখন পৌঁছে খেয়ে দেয়ে এক ঘুম দিয়ে গায়ের ব্যথাটা একটু আরাম ক'রে নিতাম। বাব্বা! ও হতভাগাদের জ্বালায় কি পথ চলার উপায় আছে! কেয়া নাম? কী ধার রয়তা? কাঁহা যাতা? এরপর যদি কোনো সখের সিপাই প্রভু এসে পড়লেন তা' হ'লে তো সর্ব্বাঙ্গ তল্লাসী না দিয়ে রেহাই নেই। তার উপর

[কোমরে বাঁধা পিস্তলের কোমরবন্ধ খুলতে খুলতে]

এ শুদ্ধ ধরা পড়লে-ই ··· ব্যাস্।

[কথাটা বল'তে বল'তে সমর পাশের ঘরে চলে যায়—ভিজে জামা কাপড় পরিবর্ত্তনের জন্য।

প্রণব সমরের দেওয়া পোষ্টারের বাণ্ডিলটা খুলে এক এক ক'রে দেখতে থাকে।

মা ঘরের এক কোণে প্রতিষ্ঠিত গৃহ-বিগ্রহের সম্মুখে নিশ্চল একাগ্র চিত্তে দাঁড়িয়ে থাকেন।

কয়েক মিনিটের মধ্যে ভিজে কাপড়-জামা বদল করে সমর ঘরে ঢোকে।]

সমর। এই রাতে মা কি আবার পূজোয় বস্‌লেন।

মা   না বাবা, পূজোয় বসিনি। গোবিন্দকে শাপ-শাপান্তর ক'রছিলাম ; কেন তিনি আমায় শতপুত্রের জননী করেননি যারা সবাই দেশের জন্য যুদ্ধ ক'রতে পারতো।

[কথার ফাঁকে প্রণব একটা থালায় করে কিছু খাবার এনে টেবিলের ওপর রাখে।]

পরে কথা হবে—আগে মুখে একটু কিছু দিয়ে নে।

[খাবারের থালা সামনে পেয়ে মুহূর্ত্ত দেরী না করে সমর সেগুলোর সদ্ব্যবহারে মনোযোগী হয়।]

হ্যারে! ছেলেরা সব ভালো আছে তো? তোর দেরী দেখে ··· ···

সমর। বিভীষণদের চোখে ধূলো দিয়ে ভালো থাকা যে কত দুষ্কর, তা' তোমাকে কেমন করে বোঝাব মা! এইসব বিভীষণের দল আবার দেবতার আসনে বসে মানুষের কাছে পূজো নেয়—জগতের মহাকাব্যে সগৌরবে স্থান পায়।

প্রণব। [ব্যঙ্গের সুরে] স্থান নয় দাদা, ভগবানের বরে এঁরাও সব আবার অমর হয়ে আছেন।

[আহার্য্য বস্তুর সদ্ব্যবহার ক'রতে ক'রতে]

সমর। যিনি তাদের অমরত্ব দান ক'রেছেন তিনিই- তাদের রক্ষা করুন। আমরা তো আর ভগবান নই কাজেই তাদের সম্পর্কে কোনো চিন্তাও নেই আমাদের, [কথাটা অসমাপ্ত রেখে] এক কাজ কর—খাবারগুলো আর পিস্তল ক'টা ভালো ক'রে একটা পুঁটুলির মতন করে বাঁধ—ভোর হবার আগে-ই এখান থেকে সরে পড়তে হবে।

[বাহিরের সদরে দুম্ দুম্ আওয়াজের সঙ্গে ভারী বুটের আওয়াজ শোনা যায় ও সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলো পুরুষের কণ্ঠস্বর।]

[ডোণ্ট্ মেক্ লেট্—দরজা ভেঙ্গে ফেল।]

[দরজায় বন্দুকের কুঁদো ও বুটের ঘা পড়ে]

মা। মাতৃস্নেহে তোমায় ঢেকে রাখতে পারবোনা বাবা—গোবিন্দকে স্মরণ করে তুমি তোমার কর্ত্তব্য স্থির করে নাও। শুধু যাবার সময় বলে যাও এ অবস্থায় আমি কি ক'রবো? [স্বগতঃ] সন্তানের জীবন মা-এর হাতে গড়া হ'লেও আজকের সংগ্রামে সন্তানই মায়ের নেতা!

সমর। যুক্তির আর অবসর নেই মা। শুধু এই কথাই স্মরণ রেখো—সহস্র সন্তানের মা তুমি। তোমার একটি মাত্র মুখের

কথার ওপর নির্ভর ক'রেছে তাদের প্রাণ, সাধনা, সাফল্য !!

[ভীতি-বিহ্বল প্রণবকে উদ্দেশ্য ক'রে]

পিস্তলগুলো চট্ করে সরিয়ে ফেল—চল্লাম্।

[ঘরের প্রদীপের আলোটা নিভিয়ে দিয়ে সমর দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে যায়—সঙ্গে সঙ্গে প্রণবও। অন্তরালে দরজা ভেঙে পড়ার আওয়াজ হয়। মা নিশ্চল পাথরের মূর্ত্তির মত গৃহ-বিগ্রহের সম্মুখে করজোড়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে ঝড়ের বেগে ঘরের ভেতর ঢোকে রায় বাহাদুর, মিঃ সিং,—বিভূতি সাহা। রায় বাহাদুর ও মিঃ সিং-এর হাতে টর্চ্চ ও খোলা পিস্তল।

রায় বাহাদুর। মিঃ সিং, পাহারাওয়ালাদের বাড়ীর বাইরে খুউব হুঁশিয়ারীর সঙ্গে পাহারা দিতে বলুন, একটি প্রাণীও যেন বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেতে না পারে। দেখবেন, শিকার যেন ফস্কে না যায়।

[মিঃ সিং টর্চ্চের আলো ফেলে ঘরের এধার ওধার দেখতে থাকে।]

মিঃ সিং। ডোন্ট্ ইউ নো স্যার্—সিং-এর হাত থেকে শিকার ফস্কে যাওয়া কত ইম্পসেবল্। [হুকুমের সুরে] জমাদার—আর্ম গার্ড লোককো তোম্ বাহারমে—কোঠিকো চারো তরফ হুঁসিয়ারীসে ডিউটি দেনে বোলো। আউর তোম্ দশ সিপাই লেকর সারা কোঠি সার্চ্চ করো। বিভূতিবাবু আপনি বাইরে থেকে একটা আলো নিয়ে আসুন।

[আলো আনার জন্যে বিভূতি ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। মিঃ সিং ও রায়বাহাদুর এক হাতে টর্চ্চ ও আর এক হাতে পিস্তল নিয়ে ঘরের এধার ওধার ঘরের লোকদের খোঁজাখুঁজি ক'রতে থাকে। হঠাৎ রায়বাহাদুরের টর্চ্চের আলো গিয়ে পড়ে ঘরের কোণে। দৃঢ়সঙ্কল্পচিত্তে দাঁড়িয়ে মা। সাফল্যের উত্তেজনায় উন্মত্ত রায়বাহাদুর।]

রায়বাহাদুর। লুক্ মিষ্টার সিং, সী ইজ্ হিয়ার্! টেক্ কেয়ার—পালিয়ে যেন না যায়!

[রায়বাহাদুরের কথা শেষ হতে না হতেই বিভূতি একটা লণ্ঠন নিয়ে ঘরে ঢোকে। লণ্ঠনের আলোয় মা ধীরে ধীরে রায়বাহাদুরের সামনে এগিয়ে আসে।]

মা। না, পালাবার প্রয়োজন হবে না। কি চাই—কাকে চাই আপনাদের ?

রায় বাহাদুর। গুড্! তা'হলে বলুন সমর কোথায় গেল—কোথায় সরালেন তাকে ?

মা। কে সমর ?

[ক্রোধে মুখ বিকৃত ক'রে]

রায় বাহাদুর। "ননসেন্স্"! ইউ মিষ্টার সিং—এ বুড়িটা সহজে রেহাই দেবেনা। দেখুন, আপনি বাড়ীটা ভালো করে তল্লাসী করে—শুয়ারটা লুকালো কোথায়।

[ইয়েস্ স্যার—বলে মিঃ সিং বাড়ীর অন্য ঘরে চলে যায়।

বিভূতি টেবিলের উপর পড়ে থাকা সমরের অর্দ্ধভুক্ত খাদ্যটাকে লক্ষ্য ও স্পর্শ করে।]

বিভূতি। বেশী দূর যায়নি স্যার্! দেখছেন না; মাংসের বাটীটা এখনো গরম রয়েছে।

[রায়বাহাদুর বিভূতির কথায় মাংসের বাটীটা পরীক্ষা ক'রে দাঁতের ওপর দাঁত ঘসে, ঠোঁটের কোণে শ্লেষের মৃদু হাসি ফুটিয়ে।]

রায় বাহাদুর। আই সী! সমরকে চেনেন না—সে তা'হলে ছিল না ঘরে! এই গরম মাংসের বাটীটা তাহলে

নিশ্চয়ই আপনার জন্যে অপেক্ষা করছে ? চমৎকার ! আপনি তো বিধবা, বিশেষ ক'রে হিন্দুর ঘরের ··· তা' আপনার এসব চলে তাহলে ? যাক্ কারুর আহারের রুচির ওপর আঘাত করতে চাই না।

বিভূতি। দেখুন স্যার্ !

রায় বাহাদুর। [ক্রুদ্ধভাবে] শ্যাট্-আপ্ ননসেন্স ! তুমি ঠিক দেখেছো সমরকে ?

বিভূতি। কি যে বলেন স্যার্ ! আজ ক'দিন ধরে আমি ছায়ার মত পাহারা দিচ্ছি বাড়ীটাকে। আমি নিজচোখে সমর-কে দেখলুম এই মাত্তর বাড়ীতে ঢুক্‌তে।

রায় বাহাদুর। দেখলে তো গেল কোথায় ?

বিভূতি। সেই জন্যই তো বলছি স্যার্—শুধু কথায় চিঁড়ে ভিজবে না, একটু কড়া ধরণের ··· ইয়ে দরকার !

[হাত কচ্‌লে নীচু গলায়]

এবার আমি যেতে পারি স্যার্ ? হাজার হলেও আমি একজন নাম করা লোক তো বটে ! ব্যাপারটা জানাজানি হ'লে কেরিয়ারটা হ্যামপার্ড্ হবে স্যার্ !

[বিভূতির কথায় কান না দিয়ে]

রায় বাহাদুর। আঃ—তুমি থামো। ওঁকে তুমি বুঝিয়ে

বল। তিনি যদি সমরের মঙ্গল চান তাহলে তিনি বলে দিন তাকে কোথায় তিনি সরালেন।…

বিভূতি। বলে দিলেই ল্যাঠা চুকে যায়। চুপ করে থেকে মিছামিছি নিজেও কষ্ট পাওয়া আর স্যারকেও কষ্ট দেওয়া। স্যার্ যখন কষ্ট করে নিজে এসে পৌঁছে গেছেন তখন যে চুপ ক'রে থেকে রেহাই পাবেন তা' আমার মনে হয় না। কি বলেন স্যার্?

মা। অকারণ তুমি কষ্ট পাচ্ছ বিভূতি আর ওঁকেও কষ্ট দিচ্ছ। আমি সমরকে চিনি না, জানি না সে কোথায়; এই আমার প্রথম কথা আর এই আমার শেষ কথা।

[অত্যন্ত ক্রুদ্ধভাবে]

রায়বাহাদুর। 'সাট্-আপ্ সোয়াইন্!' চাব্‌কে পিটের ছাল তুলে নেবো। এই জমাদার!

জমাদার। জী সরকার।

[কেতা দুরস্তভাবে এগিয়ে আসে জমাদার]

রায় বাহাদুর। হ্যাণ্ডকাপ্ লাগাও ইস্‌কো। রোখো। দেখুন— পুলিশের লোক হ'লেও আমরা মানুষ! আপনারই মত আমাদের ঘর সংসার আছে। আমিও ছেলেমেয়ের বাপ। মায়ের অন্তরের ব্যথা আমি বুঝি, কিন্তু কি

করবো! পেটের দায়ে আমায় আপনার সামনে আজ এতো রূঢ় হতে হলো।

[বিভূতির কানের কাছে মুখ এগিয়ে নিয়ে গিয়ে চাপা কণ্ঠে]

রায় বাহাদুর। ওঁকে ব'লে দাও আমি ইচ্ছা করলে সমরকে বাঁচিয়ে দিতে পারি!

বিভূতি। সে তো স্যার্ এক কথায়। আপনার এক কলমের খোঁচায় কি না হয়! ফাঁসীও হতে পারে, একটা পাঁচশো টাকার চাক্‌রিও হতে পারে। স্যার যা' বলছেন অর্থাৎ বলে দেন সমর কোথায় তা'হলে ···

রায় বাহাদুর। আপনার কোনো বিপদ হবে না। বিপদের সহস্র কারণ থাক্‌লেও আমি তা' সামলে নেবো। আমি বুঝি, আপনি আজ কি বিপন্নই না হয়ে পড়েছেন! সবচেয়ে বড় বিপদ হয়েছে আপনার যে, এই বিপদের দিনে আপনার-জন বলতে আপনার পাশে এমন কেউই নেই যে, আপনাকে এতটুকু সৎ পরামর্শ দিতে পারে—সাহায্য করতে পারে! আপনি আমায় বিশ্বাস করুন। সহজভাবে নিন্। আমি আপনাকে সৎপরামর্শ দেবো—সাহায্য ক'রবো। আমি ঈশ্বরের নামে শপথ ক'রে বলছি, আপনি যদি আমার কাছে সহজ হন; তাহলে আপনার কোনো বিপদই হবে

না। বলুন—বলুন; সমর কোথায়? কোথায় তাকে লুকিয়ে রেখেছেন—কোথায় সে পালালো?

বিভূতি। সোজাসুজি সমর সম্পর্কে কোনো জবাব দিতে যদি আপত্তি থাকে তা'হলে একথা তো বলতে পারেন তার আড্ডাটা কোথায়? মানে, দলটা ধরা পড়লে সমর যদি এ ব্যাপারে 'এপ্রুভার' হয়ে যায়; তা'হলে আপনার ছেলের 'রিস্‌কটা কভার' হয়ে যাবে। বোঝেন না কেন—এই করে কি দেশের মঙ্গল হয়, না দেশ স্বাধীন হয়। যে কাজে নিজের মঙ্গল হয় না সে কাজে যে কি করে দেশের মঙ্গল হতে পারে, তা আমি বুঝতে পারি না। এই সোজা কথাটা বোঝা উচিত। বয়েস তো আপনার নেহাৎ কম হয়নি।

মা। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন। তুমি তোমার রায় বাহাদুর প্রভুকে ব'লে দাও যে আমি তার কোনো প্রশ্নের জবাব দেবো না।

[রাগে ফেটে পড়ে]

রায় বাহাদুর। চোপ্‌রাও শয়তানী! জিভ্‌ টেনে ছিঁড়ে ফেল্‌বো।

মা। তা হয়তো তুমি পারো; কিন্তু তুমিও শুনে রাখ রায় বাহাদুর! আমায় টুক্‌রো টুক্‌রো করে কেটে ফেল্‌লেও

আমার মুখ থেকে একটি কথাও বের হবে না। আর এ কথাও তোমায় বলে রাখছি রায়বাহাদুর! তুমি যত বড়-ই বাহাদুর হও না কেন এই দেশদ্রোহীতার শাস্তি তোমায় পেতেই হবে।

রায় বাহাদুর। সাট্-আপ … সোয়াইন্।

মা। ভগবান তোমায় ক্ষমা করবেন কি না জানি না; কিন্তু দেশ তোমায় কোনোদিনই ক্ষমা ক'রবে না। তোমার মত দেশদ্রোহীর বিচার একদিন হবেই আর সে বিচারের দিন এগিয়ে এসেছে। লক্ষ দীর্ঘশ্বাস সেদিন তোমার টুঁটি টিপে ধরবে। তুমি সেদিন নতজানু হয়ে ক্ষমা ভিক্ষা চাইবে; দেশ কিন্তু তোমায় সেদিন ক্ষমা করবে না!…

[মা-এর গালে ঠাস ক'রে একটা চড় মেরে]

রায় বাহাদুর! সাট্-আপ্ … শুয়ারকো বাচ্ছা!

[তু'জন সিপাই সমেত মিষ্টার সিং প্রণবকে গ্রেফ্তার ক'রে এনে রায় বাহাদুরের সামনে হাজির করে। প্রণবের উপস্থিতিতে বিভূতি নিজেকে রায়বাহাদুরের পশ্চাতে আড়াল করে]

কে?

মিঃ সিং। বাড়ীর পিছন দিকে লুকিয়ে ছিল স্যার, কোনো কথার জবাব দিতে চায় না।

রায় বাহাদুর। কে তুমি—কি নাম তোমার?

[নিরুত্তর প্রণব]

সোয়াইন্! বিভূতি ··· বিভূতি ···

[রায় বাহাদুরের ডাকে বাধ্য হ'য়ে বিভূতিকে প্রণবের সামনে এগিয়ে আসতে হয়। লজ্জায় রুমাল দিয়ে মুখ ঢাকে বিভূতি। বিভূতির উপস্থিতিতে হতবাক্ প্রণব।]

প্রণব। বিভূতি দা'—তুমি?

রায় বাহাদুর। শাট্-আপ্ সোয়াইন্! মিষ্টার সিং এক্জামিন্ হিম্।

মিঃ সিং। এ যে খুব সহজে কোনো কথার জবাব দেবে তা' আমার মনে হয় না কারণ এরা একটু অন্য ধরণের জীব!

রায় বাহাদুর। থামুন! একে বেঁধে ··· না শুইয়ে ফেলে দু'জন সিপাইকে দিয়ে ওর বুকের ওপর একটা লাঠি 'রোল্' করিয়ে দিন! তাতেও যদি কথার জবাব না দেয় তা'হলে ওর হাতের আঙ্গুল ক'টা মুচ্ড়ে ভেঙে দিন। না ··· আঙ্গুলে ছুঁচ ফুটিয়ে দিন!

মিঃ সিং। ইন্টারোগেসনের ব্যাপারটা এখানে না ক'রে ওকে 'হেড্ কোয়াটারে' নিয়ে গিয়ে সেখানে ···

রায় বাহাদুর। নো নো মিষ্টার সিং। আজ-ই এখুনি সমরের

খবরা-খবর বার ক'রতে না পারলে 'হোল্ গেম্ স্পয়েল্ড্' হয়ে যাবে।

মিঃ সিং। কিন্তু এর যা' হেল্‌থ তাতে ও টর্‌চার্ সহ্য ক'রতে পারবে বলে মনে হয় না।

রায় বাহাদুর। মরে যাবে এই তো? যাক্! একটা ভালো ক'রে কৈফিয়ৎ দিয়ে জি, ডি, এন্‌ট্রি ক'রে রাখ্‌লেই চলবে। গভর্ণমেণ্ট রক্ষা করতে যদি দু'-একটা খুন হয়ে যায়—তা'তে এমন কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায় না।

মিঃ সিং। কিন্তু ও যদি নিরপরাধ হয়?

রায় বাহাদুর। [রোষদীপ্ত কণ্ঠে] মিঃ সিং! কোন্‌টা অপরাধ আর কোন্‌টা অপরাধ নয়, বা কে অপরাধী আর কে অপরাধী নয়; সে বিচারের ভার আপনার ওপর নয়। ভাবপ্রবণতার কোনো স্থান থাকা উচিত নয় পুলিশের অন্তরে। আচ্ছা দাঁড়ান, ওকে টেবিলের সঙ্গে বেঁধে ওর সামনে ওর বুড়ি মা'টাকে চাবুক লাগান। দেখি! শুয়ারটা কথার জবাব দেয় কি না।

মিঃ সিং। আমায় মাপ করবেন! অতটা' জানোয়ার হতে আমি পারবো না।

[পৈশাচিক দৃষ্টিতে মিঃ সিংএর দিকে তাকিয়ে]

রায় বাহাদুর। বিবেক! 'কনসেন্স্'! 'কন্‌সিকোয়েন্স' অর্থাৎ

পরিণামটা একবার ভেবে দেখেছেন? অর্থাৎ রায় বাহাদুর তোমায় ক্ষমা ক'রলেও সরকার তোমায় ক্ষমা কোরবে না। এ অপরাধে তারা তোমার বিচার ক'রবে। তার ফলে, অনাহারে তোমার স্ত্রী, পুত্র-কন্যা যেদিন রাস্তার ফুটপাথে একটুখানি ফ্যানের আশায় বসে থাকবে সেদিন তারাও তোমায় ক্ষমা কোরবে না। এই জমাদার!...

["জো-হুকুম" বলে জমাদার—মার দিকে এগিয়ে যেতেই প্রণব আর্ত্তস্বরে চীৎকার ক'রে ওঠে]

প্রণব। মা—মা!

[প্রণবের আর্ত্তনাদে ঠোঁটে মৃদু হাসির রেখা খেলে যায় রায়বাহাদুরের এবং সেই সঙ্গে তার কণ্ঠে ফুটে ওঠে কমনীয় ভাব]

রায় বাহাদুর। ছিঃ-ছিঃ, ধিক্ আপনার মাতৃত্বকে! আপনি মা? এ-ও কি আপনার কুড়োনো ছেলে? মিষ্টার সিং, কি বলে আপনার ইন্‌ফরমেশন্?

মিঃ সিং। ইয়েস্ স্যার্। এ ওঁর নিজের ছেলে।

রায় বাহাদুর। ভেরি স্যাড্—ভেরি স্যাড্! ভা-রি দুঃখিত হ'লুম! ভেবে দেখুন তো'—একদিন কি ভাবে পরম নির্ভয়ে আপনার বুকে ও ঝাঁপিয়ে পড়তো! কি স্নেহে সেদিন আপনি

সহস্র বিপদ থেকে ওকে আড়াল ক'রে রেখেছিলেন—সে কথা আজ একবার ভাবুন তো! এ তো এক মা ছাড়া এই দুনিয়ায় আর কাকেও জানে না। ও কি কোনো দিন ভেবেছিল যে সামান্য একটা ছেলেখেলা—ভাবপ্রবণতার মাদকতায় আপনি ওর সুকুমার ভবিষ্যৎটা' ছারখার ক'রে দিতে পারেন। আর তাছাড়া এ সত্যটা পৃথিবীর কেউ জানুক আর না জানুক—আপনি জানেন, আমরাও জানি যে সমর আপনার নিজের ছেলে নয়—কুড়োনো ছেলে। কুম্ভমেলার থেকে কুড়িয়ে আনেন। আজ সেই আস্তাকুঁড়ের অজ্ঞাত-কুলশীলের পাগলামীকে প্রশ্রয় দিতে গিয়ে যদি আপনার বুকের রক্তে গড়া আপনার স্বামীর একমাত্র বংশ-ধরকে জেলে পচিয়ে মারেন—তা'হলে, পুত্র হয়েও ও আপনাকে কোনো দিন ক্ষমা করবে না! আর এই নির্ম্মম সংবাদ যেদিন জগতের প্রতিটি মায়ের কাছে পৌঁছবে সেদিন তারা আপনার নাম শুনে—ঘৃণায় "ছিঃ ছিঃ" ক'রে উঠবে! আমার অনুরোধ অকারণ মিথ্যা মোহে মাতৃত্বের অপমান কোরবেন না। আপনি আমায় যতই ঘৃণা করুন না কেন; আপনি বিশ্বাস করুন আমি আপনার পুত্রের শুভাকাঙ্খী—আপনার বন্ধু। বলুন, আপনার পুত্রের নামে শপথ করে বলুন—সমর কোথায়? কোনো ক্ষতি, কোনো অত্যাচার তার ওপর হবে না—আপনি

ফিরে পাবেন আপনার সন্তান। সে শুধু এসে বলে যাক্, কোথায় তাদের আস্তানা। অবুঝ হবেন না। সে যদি—এ খবর আমাদের না দেয়, তার দলের অন্য একজন সে খবর আমাদের দেবে। সবাই আপনার ছেলের মত মূর্খ নয়। সে একবার আসুক আমার সামনে—তাকে আমি বুঝিয়ে দেবো, কিভাবে সে বিভ্রান্ত হ'য়ে ছুটে চলেছে ভুল পথে।

মা। শত্রু-মিত্র আমি কিছুই বুঝি না—আমি জানি—আমি বিশ্বাস করি, আমার ছেলে কোনদিন কোনো অন্যায় কাজ ক'রতে পারে না।

রায় বাহাদুর। হারামজাদি! চাবকে ছাল তুলে নেবো! মিষ্টার সিং, ট্রিট্ হার প্রপারলি।

[প্রণবের দিকে বক্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে ব্যঙ্গের সুরে]

সন্তান হয়ে বৃদ্ধা মায়ের প্রতি এ অত্যাচার নিশ্চয়ই তুমি তোমার মহান্ আদর্শের জন্য সহ্য ক'রবে?

প্রণব। (আর্ত্ত বিহ্বলভাবে) না—না, আমার মাকে মারবেন না!

রায় বাহাদুর। তা' হলে বলে দাও কোথায় সমর? কোথায় তাদের আড্ডা?

প্রণব। ওসব কিছুই আমি জানি না···

[চাপা রাগের সঙ্গে শ্লেষ মিশিয়ে]

রায় বাহাদুর। আই সী ! তোমার চোখের সাম্‌নে চাব্‌কে তোমার মা'র ছাল খুলে না নিলে, তুমি কোনো কথাই জানাবে না। জমাদার ! ··

[জমাদার এগিয়ে এসে সেলাম করে রায়-বাহাদুরকে। ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই দু'জন পাহারা-ওয়ালা সমরকে গ্রেফ্‌তার ক'রে ঘরে ঢোকে। সমরের জামা-কাপড় ছিন্ন-ভিন্ন, কপালে রক্তের দাগ !]

পাহারাওয়ালা। সরকার, ভাগতাথা এ আদ্‌মি। পিস্তল ভি থা উস্‌কো সাথ। পাকড়ানেকো বখৎ গোলি ভি চালায়া।

[পাহারাওয়ালা পিস্তলটি রায় বাহাদুরের হাতে দেয়। রায় বাহাদুর পিস্তলটি ভালো করে লক্ষ্য করে]

রায় বাহাদুর। গুড্‌ ! থেন্‌ ! তারপর দেখা হলো শেষ পর্য্যন্ত সমর বাবু ?

[সমরের কপালের ক্ষত স্থান নিজের রুমাল দিয়ে মুছে দিয়ে]

দেখুন সমর বাবু, আপনাকে আমি আপনি বলে ডাকলেও,

তোমাকে আমি নিজের ছেলে ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারি না। আজ যদি তুমি সত্যিই আমার ছেলে হতে তা'হলে এই বাঁদরামি ক'রে ঘুরে বেড়ানোর জন্যে সত্যি-ই তোমাকে আমি চাবুক লাগাতুম্। বোঝনা কেন এভাবে দেশের কোনোদিন মঙ্গল হবে না। মাঝখান থেকে কয়েকটা ধোঁকাবাজ সুবিধা-বাদীর পাল্লায় পড়ে তুমি তোমার জীবনটা নষ্ট করবে। মিঃ সিং 'কন্‌ফিডেন্সিয়াল ফাইলটা' খুলে এই নির্ব্বোধ দেশপ্রেমিকটাকে একবার দেখানতো ওর দলের ছেলেদের 'কন্‌ফেশন্‌গুলো'। দলের ছেলেদের কথা বাদ দাও—তোমার মা, ইনিই তো বলে দিতে প্রস্তুত তোমার দলের সবকথা। কারণ তিনি তো তাঁর কুড়োনো ছেলের জন্য নিজের ছেলের সর্ব্বনাশ করতে পারেন না! কাজেই সবদিক্ বিবেচনা ক'রে তোমার উচিৎ আমার কাছে গোপনে সব কিছু বলে দেওয়া। কেউ তোমার নাম জানবে না—কোন ক্ষতি তোমার হবে না। আমি তোমায় কথা দিচ্ছি।

[সক্রোধে 'থু' ক'রে রায়বাহাদুরের মুখে থুতু দিয়ে]

সমর। এর বেশী কোনো কথার জবাব তুমি আমার কাছ থেকে পাবে না।

[রাগে ক্ষিপ্ত হয়ে]

রায় বাহাদুর। সোয়াইন, শুয়ারকো বাচ্ছা! মিঃ সিং, নিয়ে যান হারামজাদাকে এখান থেকে। 'ট্রিট্ হিম্ প্রপার্লি।' কন্ফেশন্ ওর কাছ থেকে আমি চাই-ই। ও যদি কন্ফেশন্ না করে, তা'হলে আপনাদেরই অযোগ্যতা প্রমাণ হবে। যান্।

[সমরকে নিয়ে প্রস্থানোদ্যত মিষ্টার সিং ও দু'জন পাহারাওয়ালা]

দাঁড়ান! ও যদি মরে যায় তা'হলে নার্ভাস হবার কিছু নেই। ডেড্ বডির লাঙস্ ছেঁদা করে একটা গুলি চালিয়ে দেবেন। তারপর একটা জি, ডি করে রাখবেন যে পালাতে গিয়েছিল, তাই গুলি করে মারা হয়েছে! যান্, নিয়ে যান্—'হ্যাণ্ডল হিম্ টু দি এণ্ড'

[সমর, মিষ্টার সিং ও দু'-জন পাহারা-ওয়ালার প্রস্থান]

দেখলে তো প্রণব? তোমার দাদাটি আমার অন্তরের স্নেহের দামটুকু পর্যান্ত দিল না। [শ্লেষের সুরে] দাদা—দাদা—কোথাকার কে ; না দাদা! ও তোমার কে? কেন ওর জন্যে তুমি তোমার মাকে অপমান হতে দেবে? দেখ, প্রণব! যারা নিজের মাকে ভক্তি—শ্রদ্ধা—সেবা না ক'রে

দেশ-মাতৃকার সেবা করতে যায় তাদের আমি নির্ব্বোধ ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারি না। মাকে কষ্ট দিয়ে কোনো মহৎ কাজ করা যায় না। ভেবে দেখ—শিবাজীর কথা, ভেবে দেখ—রাণা প্রতাপের কথা, ভাব ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কথা। চিরস্মরণীয় তাঁদের মাতৃভক্তি। তোমার সেই মায়ের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করার সুযোগ আর এ জীবনে পাবে না। তোমার সেই ত্যাগে তোমার মা মুক্তি পাবেন। তোমার মঙ্গল হবে।

[অন্তরালে সময়ের নিদারুণ আর্ত্তনাদ শোনা যায়—সঙ্গে সঙ্গে চাবুকের আওয়াজ ! আর্ত্তনাদ ও চাবুকের আওয়াজে চঞ্চল হয়ে ওঠে প্রণব]

রায় বাহাদুর। ঠিক্ এইভাবে তোমার মাকে মরতে হবে যদি তুমি এখনও তোমার মত পরিবর্ত্তন না করো!

প্রণব। না—না, আমি সব বলে দিচ্ছি—মাকে আমার মারবেন না, মাকে আমার মারবেন না।

রায় বাহাদুর। 'ছাট্‌স্ লাইক্ এ গুড্ বয়'। বল, সব কথা খুলে বল—কিছু গোপন কোরো না। কোথায়, কোথায় ওদের আড্ডা, কে কে দলে আছে—যা' যা' জানো সব বল

তোমায় ছেড়ে দেবো—তোমার মাকে ছেড়ে দেবো। মিঃ সিং ... মিঃ সিং ... মিঃ সিং।

[দ্রুত মিঃার সিংএর প্রবেশ]

মিঃ সিং। ইয়েস্ স্যার্।

রায় বাহাদুর। কন্ফস্ন ক'রবে—কন্ফেস্ন করবে। নোট করে নিন, কুইক্—কুইক্।

মা। হ্যাঁ—তুই বলে দে—সব বলে দে। যা' জানিস্ সব। এতোটুকুও গোপন করিস্নি।

[রায় বাহাদুরকে উদ্দেশ্য করে]

তুমি জানোনা পুত্রহারা মায়ের কী জ্বালা! ঠিক্ বলেছো—ঠিক্ বলেছো তুমি। সমর আমার কেউ না। তার জন্যে কেন আমি আমার বুকের মাণিককে বিসর্জ্জন দেবো?

[সমরকে উদ্দেশ্য করে]

ওরে, ওরে! তুই যে আমার কতো আদরের তা তোকে আমি কেমন করে বোঝাবো! ভগবান...ভগবান!

প্রণব। মা! ... মা! ...

[প্রণবকে মা বুকে জড়িয়ে ধরে]

মা। বাবা! ভুল বুঝিস্নি! বাবা, মাকে তোর ভুল বুঝিস্নি!

[গৃহ-বিগ্রহের পদতল থেকে প্রসাদের কণা
নিয়ে প্রণবের মুখে দিয়ে দেন মা]

মা। এই শ্রীক্ষেত্রের প্রসাদ তোকে সব বিপদ থেকে উদ্ধার ক'রবে রে! ওরে আমার নয়নের আলো! ওরে আমার অঞ্চলের নিধি! ভয় কি! বিপদবারণ শ্রীমধুসূদন জগন্নাথ তোকে মায়ের কোলে আবার ফিরিয়ে দেবেন।

প্রণব। মা! মা! কি খাওয়ালে? কি খাওয়ালে মাগো! জ্বলে গেল! উঃ ··· জ্ব—লে—গে—ল!

[মাটীতে লুটিয়ে পড়ে প্রণব]

রায় বাহাদুর। [ব্যস্ত হয়ে] 'হোয়াট্ হ্যাপন্‌স্ মিষ্টার সিং?'

মিঃ সিং। প্রসাদ ব'লে বিষ দিয়েছে স্যার্।

রায় বাহাদুর। মরে গেছে?

মিঃ সিং। ইয়েস্ স্যার্।

রায় বাহাদুর। হোপ্‌লেস্! সব পণ্ড হয়ে গেল।

মা। রায়বাহাদুর—এবার তোমার যা' করবার আছে করো। যত পারো উৎপীড়ন করো। তোমার এ উৎপীড়ণের জন্য সরকারের কাছে পাবে প্রচুর অর্থ, সম্মান, খেতাব কিন্তু আমার মুখ থেকে একটি কথাও পাবে না। আর আমার বুকের মাণিক সেও কথা ব'লবে না কোনোদিন।

—অন্ধকার হ'য়ে যায় মঞ্চ—

*

* *